প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় বিবেচনায় স্থানীয়ভাবে বার্ষিক স্কুল সময় ক্যালেন্ডার এবং ছুটি নির্ধারণ করা জরুরি

জীবন দে শ্যামল

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এমডিজির লক্ষ্য-২ এ বলা হয়েছে ২০১৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে হবে। আর এ জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সব শিশু যাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তা নিশ্চিত করা জরুরি।

কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন রকম। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতির হার শত ভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী হাজার হাজার শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। কাগজে কলমে এখন পর্যন্ত ১০ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশু স্কুলের বাইরে রয়েছে। তারপর প্রতি বছরই ভর্তিকৃত শিশুরা ঝরে পড়ছে। এ হার এখনও ৩০% এর ওপরে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট এর শিশু শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরিপ ২০০২ অনুসারে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে টিকে থাকার হার ৬৪%।

নেত্রকোনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের জুন ২০০৬ মাসের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ভর্তির হার ৯৪% উপস্থিতির হার ৭৮% এবং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ৩১% ঝরে পড়েছে জুন মাসের মধ্যেই ২০০৪ সালের ভর্তির হার ৯২%, ঝরে পড়ার হার ২৯.৮৮%। কেন্দ্র নির্দেশিত এবং তৈরিকৃত অনমনীয় বার্ষিক স্কুল সময় ক্যালেন্ডার ও স্কুল রুটিনের কারণে অনেক শিশু ভর্তি হতে পারেনি...এবং ঝরে পড়েছে...

সরকারি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য চলতি বছরের (২০০৭) ছুটির তালিকা, বিদ্যালয়ের সময়সূচি এবং পরীক্ষার সময়সূচি থেকে জানা যায়, বছরে প্রতিটি স্কুলে সর্বোট ১৬০ দিন ক্লাস হবে না। এর মধ্যে রয়েছে মন্ত্রণালয় নির্ধারিত ৭৫ দিন ছুটি, ৫২টি শুক্রবার, তিনটি পরীক্ষার জন্য ২৪ দিন, সমাপনী পরীক্ষার জন্য ৩ দিন, সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণের জন্য ৬ দিন। এটি সারাদেশের সরকারি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য প্রযোজ্য। এ বছর (২০০৭) অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে কোন ক্লাসই হবে না এটা ছুটির তালিকা দেখে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আবহাওয়ার কারণে কোন এলাকায় এ নির্ধারিত ছুটির বিপরীতে অন্য সময়ে স্কুল ছুটি দিতে বাধ্য হলে তা [illegible] থেকে অতিরিক্ত নিতে হয়। এই কাজে সহায়তা, মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকা, বন্যাজনিত কারণে এ সময় শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি হ্রাস পায় এবং মারাত্মক বন্যার কারণে স্কুল বন্ধ থাকে। বর্ষার সময় মেয়ে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে অগ্রহ বোধ করে না অভিভাবকবৃন্দ।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে শিশুরা আমন ধান কাটা ও তা প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা, সবজি চাষ ও রবি শস্যের জন্য জমি তৈরিতে সহায়তা, করা, জমিতে পড়ে থাকা আমন ধান (হিজা) সংগ্রহ, করতে ও মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে। উপরোক্ত কাজগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষকবৃন্দ কম বেশি জড়িত থাকেন। কৃষিকাজে জড়িত শিক্ষকবৃন্দ সময়মতো স্কুলে আসতে পারেন না। নেত্রকোনা হাওর এলাকা তাই বর্ষার সময় হাওর বেষ্টিত মদন, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা, [illegible] কর্ম দিবস থাকলেও সর্বোচ্চ ২০১ দিন ক্লাস হয়। তারপরও ২০১ দিনকেও সম্পূর্ণ ব্যবহার করা যায় না উপরোক্ত কারণে। ফলে শিখন সময় কমে যায়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষার্থীরা।

মন্ত্রণালয় নির্ধারিত ৭৫দিন ছুটির মধ্যে ১ দিন মেয়াদি ছুটিই বেশি। এগুলোর মধ্যে ধর্মীয় ছুটি বেশি। যে ছুটিগুলো পুনঃবিন্যাস করে শিখন সময় বাড়ানো যেতে পারে।

ইউনেস্কো Learning : The Treasure Within এ বলা হয়েছে, স্কুলের বই হ'তে পারার পর সর্বস্তরের শিক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিখন পরিবেশে কতটা সময় কাটানো হচ্ছে। যে কোন রকম বিঘ্ন, যে কোন রকম ঘটনা যা শিখন সময়কে সংকুচিত করে তা আসলে ফলাফলের গুণমানের ওপর প্রভাব ফেলে।

এছাড়া রয়েছে শিক্ষক সঙ্কট, শিক্ষার্থী অনুপাতে কম শিক্ষক। নেই বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক। নেই কোন রিপোর্ট স্টাফ। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে শিক্ষকবৃন্দ থাকতে চান না। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল এমন স্কুলে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী সবাই চেষ্টা করেন নিজের পছন্দ মাফিক স্কুলে পোস্টিং নিতে। ফলে খালি হয়ে যায় গ্রামের স্কুলগুলো। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয় বা গ্রামের স্কুলে শূন্যপদ পূরণে দীর্ঘসময় লেগে যায়। নেত্রকোনা পৌর এলাকাতে এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে শিক্ষক সংখ্যা শিক্ষার্থীদের অনুপাতে অত্যন্ত বেশি। অথচ বছরের পর বছর গ্রামের স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। এই আধুনিক যুগেও নেত্রকোনা জেলার [illegible]টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭৪টিতে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[